রামায়ণ
রচয়িতা বাংলার
আদিকবির
জীবনালেখ্য ॥
মহাকবি কৃত্তিবাস
রামায়ণ

বাবুল ব্যানার্জি প্রযোজিত
বলাই নন্দী নিবেদিত
রামায়ণ চিত্রমের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহাকবি কৃত্তিবাস

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
অশোক চট্টোপাধ্যায়

সুরসৃষ্টি : শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তিদার ॥
প্রধান সম্পাদক : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি ॥

॥ রূপায়ণে ॥
* নামভূমিকায় *
অসীমকুমার

চরিত্র চিত্রণে : **লিলিচক্রবর্তী**, পদ্মা দেবী, তরুণকুমার, সুমন মুখার্জি, কুমারী চিত্রাণী মুখার্জি, কল্যাণী মণ্ডল, মাঃ অশোক সেন, মাঃ শরৎ নাগ, গীতা প্রধান, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি, রবীন ব্যানার্জি, শিবেন ব্যানার্জি, ভবরূপ ভট্টাচার্য্য, ভোলানাথ ব্যানার্জি, পশুপতি কুণ্ডু, এবং নটকেশরী **ভোলা পাল**।

গল্পাংশ

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥"

নদীয়া জেলার শান্তিপুরের অতি নিকটে ফুলিয়া গ্রামের 'ওঝা' পরিবার হলো বর্দ্ধিষ্ণু ঐশ্বর্য্যশালী। এই বংশে মুরারী ওঝা পরম ধার্মিক নিরহঙ্কার সুপুরুষ ; ব্যাস ও মার্কণ্ডেয় মুণির ন্যায় সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। মুরারী ওঝার পুণ্য ফলে তাঁহার পুত্র বনমালী ওঝার ভাণ্ডার ধনধান্যে ভরে উঠেছিল। পিতা বনমালী ও মাতা মালিনীর সুসন্তান কৃত্তিবাস শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যলগ্নে ভূমিষ্ট হন ॥ সরস্বতীর বরপুত্র কৃত্তিবাস ; দ্বাদশ বর্ষ বয়সে উত্তরদেশে বড়গঙ্গা পার হয়ে গুরুগৃহে যান বিদ্যাশিক্ষার জন্য। গুরুগৃহে দ্বাদশবর্ষ অধ্যয়ণ করে সর্বশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। গুরু সারস্বত আচার্য্য কৃত্তিবাসের অধ্যবসায়ে মুগ্ধ হয়ে আশীর্বাদ করেন। গুরুর আশীর্বাদ আর পিতার ইচ্ছায় তিনি সংসারী হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গৃহে ফিরে কৃত্তিবাস কবিত্ব চর্চায় মনোনিবেশ করেন তাঁর কবিত্ব প্রতিভা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো ॥ কৃত্তিবাসের জন্মলগ্নে পিতামহ মুরারী ওঝা ধ্যান যোগে ভারতীর যে আশীর্বাদ লাভকরেছিলেন, কৃত্তিবাস প্রাপ্ত বয়সে সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করে গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই রামায়ণ রচনায় ব্রতী হলেন। কিন্তু সংসারের আবেগ মধুর দিনগুলির ঘটনা প্রবাহে রামসীতার চির বিরহের কাব্য তাঁর লেখনীর মুখে মূর্ত হয়ে ওঠে না। কবি তাঁর আত্মসমীক্ষায় বুঝতে পারেন বিরহের অনুভূতি তো তাঁর মধ্যে নেই—বিরহী ভিন্ন এ রচনায় আর কারো অধিকার নেই! কবিপত্নী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমি তোমায় শক্তি যোগাব!" মাতৃশক্তিতে বলীয়ান হয়ে কৃত্তিবাস উপস্থিত হলেন রাজা গৌড়েশ্বরের রাজ সভায়। কৃত্তিবাসের কণ্ঠে রাজ প্রশস্তি শুনে রাজা মুগ্ধ হয়ে কবিকে মহাকবির সম্মানে ভূষিত করলেন। রাজার আনুকূল্যে কৃত্তিবাস তাঁর সঙ্গী সদানন্দকে নিয়ে অযোধ্যায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দ ঘন মূর্ত্তি। কবির মানসপটে ভেসে ওঠে সত্য, ন্যায় ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক শ্রীরামচন্দ্র!

সেই নররূপী নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের জীবন বেদ হলো মহাকাব্য রামায়ণ, ভারতীয় জীবনের ধর্ম, দর্শন ও সাধনার পথ। বিংশ শতকে কবির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "স্বার্থও নহে খ্যাতিও নহে, প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথিবী।"

মহাকবির অবিনশ্বর সৃষ্টি কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজও আমাদের অন্তরকে বেঁধে রেখেছে প্রেম ভক্তি আর ভালবাসার বন্ধনে।

কালোত্তীর্ণ মহাকবিকে জানাই প্রণাম। ঊনবিংশ শতকে মাইকেল মধুসূদন কবির উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

"জনক জননী তব দিলা নাম শুভক্ষণে কৃত্তিবাস নাম তোমা। কীর্ত্তির বসতি সতত তোমার নামে সুবঙ্গ ভবনে,.....

॥ কণ্ঠ-সংগীতে ॥

মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখার্জি, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপঘোষাল, পিন্টু ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ সেন, অমর পাল, অধীর চ্যাটার্জি, চন্দ্রাণী মুখার্জি, মাধবী ব্রহ্ম, শিবানী পাল, দীপালী বাগচী, মীনাক্ষী ব্যানার্জি, মিনতি মুখার্জি, ঝুমা সেনগুপ্ত, স্বপ্না চ্যাটার্জি, অঞ্জলি বসু, নিশা সেন ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়॥

॥ নৃত্যে ॥

গোপীকৃষ্ণ (বম্বে) ও সুমিত্রা মিত্র

দরবারনৃত্য পরিচালনা : নৃত্যরাজ হীরালাল

ঝুমুরনৃত্য পরিচালনা : অসিত চ্যাটার্জি।

(১)

ধন্য এই বঙ্গদেশ ধন্য সে নদীয়া।
ধন্য তব-জন্মভূমি ধন্য সে ফুলিয়া ॥
আজীবন যথা তুমি করিয়াছ বাস।
সার্থক হইল নাম তব কৃত্তিবাস ॥
গুরুর কৃপায় সদা ওহে মহামতি।
তব কণ্ঠে করিতেন কেলি সরস্বতি ॥
গুণজ্ঞ সে গৌড়েশ্বর তুমি গুণাধার!
তাঁহারি আজ্ঞায় রামায়ণ প্রচার ॥
পুণ্যময় রামায়ণ করিয়া রচন।
সর্বধর্ম সমন্বয় করেছ বপন ॥
তব রামায়ণ নাহি হয় পুরাতন।
বিরাজিছে ঘরে ঘরে তব রামায়ণ ॥

(২)

হরিরভি সরতি বহতি মৃদু পবনে।
কিম পরমধিক সুখং সখি ভবনে ॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥
সজল নলিনীদল শীলিত শয়নে।
হরিবল লোকয় সফল নয়নে ॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম।
শৃনু মম বচন মনিহিত ভেদম ॥
হরিরুপ যাতু বদতু বহু মধুরম।
কিমিতি করোষি হৃদয় মতি বিধুরম ॥

(৩)

ভব-সাগর-তারণ কারণ ত্বং।
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন ত্বং ॥
শরণাগতাঃ কিঙ্করাঃ ভীতমনাঃ।
গুরুদেব! দয়াং কুরু দীন জনান্ ॥
হৃদি কন্দর-তামস-ভাস্কর ত্বং।
ত্বংহি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর ত্বং ॥
পরব্রহ্ম ত্বংহি পরাৎ পরাঃ।
গুরুদেব! দয়াং কুরু-দীন জনান্ ॥
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক ত্বং।
পতিতা ধব-মানব-পাবক-ত্বং ॥
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনাঃ।
গুরুদেব! দয়াং কুরু দীন জনান্ ॥

(৪)

ফুলসাজে সাজি উমা হয় আগুসার।
এ সাজের কাছে কোথা রত্ন অলঙ্কার ॥
পদ্মরাগ মণি জিনি অশোকের ফুল।
সুবর্ণের প্রায় শোভে কর্ণিকার দুল ॥
মুক্তা সম শোভা পায় শ্বেতসিন্ধুবার।
বহিতে পারে না তনু পীনস্তন ভার ॥
হরিণীর দানবুঝি দৃষ্টি পার্বতীর।
বুঝিবা পার্ব্বতী দান আঁখি হরিণীর ॥
নূপুর পরিয়া পায় মন্থর গমনে।
যখন পার্ব্বতী চলে আপনার মনে ॥
মনে হয় শিখায়েছে রাজহংসীগণ।
মৃদুমন্দ মনোহর মরাল গমন ॥
তপসিদ্ধ পার্ব্বতীর নিতম্ব প্রদেশ।
তুলনা বিহীন যাহা সৌন্দর্য্য অশেষ ॥
পারে কী কল্পিতে তাহা অন্যকোন নারী
নিজ অঙ্কে সেই হেতু স্থাপে ত্রিপুরারী ॥

(৫)

দোলা লাগে সরসী নীরে—
মানস মুকুরে হেরি
বঁধুর মধুর ছবি—জাগিছে ধীরে ॥
জীবন অংগনে কুসুম কুঞ্জে
অন্তর আজি মম অলিসম গুঞ্জে
তব প্রেম অনুরাগে
স্বপন মাধুরী জাগে নয়ন-নীরে ॥
তুঁহু মম গীত সুধা
মাধবী ছন্দ আমি
নিবেদিত তব রাঙ্গা চরণে
দোঁহে বাঁধা রব জনমে মরণে ॥
মলয় হিল্লোলে বকুল গন্ধে
চঞ্চল বিহংগী প্রিয় নাম বন্দে
কম্পিত তনুমন—
সুন্দর প্রিয়তম পরশ ঘিরে ॥

(৬)

জয়তু লোকাভিরাম শ্রীরামচন্দ্র ।
রঘুকুল চূড়ামণি ত্রিভুবন বন্দ্য ॥
প্রজারঞ্জক প্রভু হে সত্য সন্ধ ।
জানকীনাথ প্রভু ভকত আনন্দ ॥
মধু চৈত্র মাস সেই শ্রীরাম নবমী ।
শুভক্ষণে জন্ম নিলেন জগতের স্বামী ॥
আসিলেন ধরাধামে বৈকুণ্ঠের হরি ॥
পুণ্য হল ধন্য হল অযোধ্যা নগরী ॥
তারপর একদিন, বাজিল মুরলী বীন ।
সিংহাসনে বসিবেন কৌশল্যা নন্দন ॥
রাজার অতিব প্রিয়া কৈকেয়ী দ্বিতীয়া
জায়া ॥
মাগিলেন দুইবর নিষ্ঠুর নির্মম
বজ্র যেন বিনা মেঘে হানিল চকিত
বেগে ॥
দিকে দিকে হাহাকার উঠিল ক্রন্দন ॥
বিস্ময়ে হেরিল বিশ্ব রাজেন্দ্র সাজিল ॥
নিঃস্ব
পিতৃ সত্য নিজ শিরে করিতে বহন ॥
সরযূ তমসা গঙ্গা রাখিয়া পিছনে ।
যমুনার খেয়া পার হইল তিনজনে ॥
দণ্ডক অরণ্য মাঝে গোদাবরী তীর ।
পঞ্চবটী বনে আসি বাঁধেন কুঠির ॥
অসহায় একাকিনী সীতারে তখন ।
হরিল রাক্ষস রাজ দুরাত্মা রাবন ॥

(৭)

বহে মৃদু সমীরণ মধুময় মধুময় ॥
মধুময় আরো মধু হোক মধুময় ॥
দুকূল ভাসায় নদী মধুর ধারায় ।
মাটিমা বুকের মধু অন্নেতে বিলায় ॥
মধুফুল মধুফল তরুবিথিকায় ।
কত মধু মিশে আছে ধরণী ধূলায় ॥
পাটে বসা দিবাকর মধু জ্যোতিমায় ।
পয়সিনী গাভীদল ধাওয়ে আলয় ।
মধুধারা ঝরে পড়ে নিশায় উষায় ।
আকাশে বাতাসে মধু হোক মধুময় ॥

(৮)

মা—
তুমি কুল কুণ্ডলিনী তুমি পরাৎপরা ।
তুমি বিশ্বমাতা তুমি দুঃখ হরা ॥
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি অন্তর্য্যামী ॥
আমি অতি দীন ভক্ত তোমারেই নমি ॥
জগতের অন্ধকার ঘুচাও মা তুমি ।
তোমার দৃষ্টিতে মাগো হোক পুণ্যভূমি
তোমার প্রসাদ যাচে কবি কৃত্তিবাস ।
মহাকাব্য রচনার পাইতো প্রয়াস ॥

(৯)

মন ধরে বায়না কানে পরব দুল
এনেদে এনেদে ঝুমকো ফুল—
রাঙ্গা ঝুমকো ফুল ।
এনেদে কল্কা আঁকা সাতনরী হার
বাহারী আলতা শাড়ী নক্সা-কাটা পাড় ।
মহুয়ার মিষ্টি নেশা
বুঝিবা কি যে মেশা
ভাসিয়ে দিলাম কুল
রাঙ্গা ঝুমকো ফুল ।

(১০)

জয় জয় রামচন্দ্র জয় মহেশ্বর।
জয় জয় ব্রহ্মা বিষ্ণু জয় দেবেশ্বর ॥
স্বর্গের সর্ব দেবের করিয়া বন্ধন।
শিবরাম দ্বন্দ কথা করি যে বর্নন ॥
শিবমারে পাশুপত রাম রোধে তায়।
রামছাড়ে অগ্নিবাণ শিবের গদায় ॥
এইরূপে যুদ্ধ চলে দুই মহাবীরে।
কেহ নাহি হারে জিতে দেখে নরসুরে
রামের শক্তিতে শিব হইল গর্বিত।
রামে দিল হনুমান হইয়া বড় প্রীত ॥
শিবরামে দ্বন্দমিল হইল প্রকাশ।
শৈব বৈষ্ণবের গ্রন্থি রচে কৃত্তিবাস ॥

(১১)

রামরাজ্য সমতুল হের গৌড় ধাম।
আনন্দ পুরিত যথা দিবা নিশি যাম ॥
রাজপথ জনপথ সদাহাস্য ময়।
ধনে জনে পরিপূর্ণ প্রতিটি আলয় ॥
রাজার প্রাসাদ হের অতিব সুন্দর।
উড়িতেছে চারুধ্বজা প্রাসাদ উপর ॥

(১২)

মেরে প্যায়রোঁ কি পায়েল বাজে
আজ ছুম্ ছুম্কে।
আয়ে এ্যায়সি আনোখীরাত
নাচু ঝুম্ ঝুম্কে।
হো হো হো হো হাতো মে
মেঁহদী ল্যাগাইয়ী।
চালে ঠ্যাণ্ডী হ্যাবয়া পুরব্যায়ী
ন্যাচে গ্যাগন সাথ ঘুম্ ঘুম্কে ॥

(১৩)

প্রজাহিতাকাঙ্খী তুমি রাজা গৌড়েশ্বর।
রাজ্য পালন করহ রাজা রাম অনুচর ॥
তোমার কল্যাণে রাজা সর্বলোক সুখী।
নরগণ উৎফুল্ল নারী চন্দ্রমুখী ॥
গুণীজনে কৃপা কর হয়ে মহেশ্বর।
সেবা দয়া গুণ তব তুমি যে ঈশ্বর ॥
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আমি, আমি যে আশ্রিত।
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস সবে পরিচিত ॥
আইলাম তব ঠাঁই শুন নিবেদন।
পুরাও বাসনা মোর তুমি হে রাজন ॥
আমি অতি দীন প্রজা ভেট নাহি কাছে।
কবি কীর্তি আছে কিছু দিয়া যাব পাছে ॥
নবীন সৃজন কার্য্যে তব প্রেম চাই।
এই আশে কৃত্তিবাস গৌড়ে আসে তাই ॥

(১৪)

আকাশের বুকে দেখি রাম নাম লেখা।
প্রকৃতির চিত্র পটে রাম চিত্র আঁকা ॥
সাগরের স্রোতে শুনি রামের বন্দনা।
কবি হয়ে দস্যু করে রামের ভজনা ॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি পার কর তবে ভগবান ॥
যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে।
তুমি কি তরাবে তারে তরে নিজগুণে ॥
প্রাণ প্রেম মহানন্দ তুমি শ্রীরাম।
জ্ঞান কর্ম ভক্তি ধর্ম তব পদ ধ্যান।
নাহি জানি তবতত্ত্ব আমি যে অজ্ঞান।
পার কর নিজ গুণে তুমি ভগবান ॥

(১৫)

জয়তু শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত মহিমা।
জয়তু জয় জানকী করুণা প্রতিমা ॥
সত্যধর্ম রাজধর্ম সতীধর্ম আর।
পালয়িতে মহীপরে দোঁহে অবতার ॥
সীতারাম নামে ঘোচে সর্ববিধ পাপ।
অশ্রুধৌত পূত-চিত্ত ভুলিবে সন্তাপ ॥
ভক্তপাল দুষ্টত্রাস লীলা অভিরাম।
সুরনর বন্দিত জয় সীতারাম ॥

১৬

ধন্য ধন্য রামগাঁথা অমৃত কাহিনী।
সীতারাম মধুনাম সুধা-মন্দাকিনি ॥
জগত তারণ বৈকুণ্ঠ রতন।
জয় জয় নররূপী লক্ষ্মীনারায়ণ।

১৭

দশানন জয় হেতু করিবারে পূজা।
আপনি গড়েন রাম মূর্ত্তি দশভুজা ॥
কেহ আনে বিল্বপত্র কেহবা চন্দন।
জয় দুর্গা-জয় রাম গাহে ত্রিভুবন॥

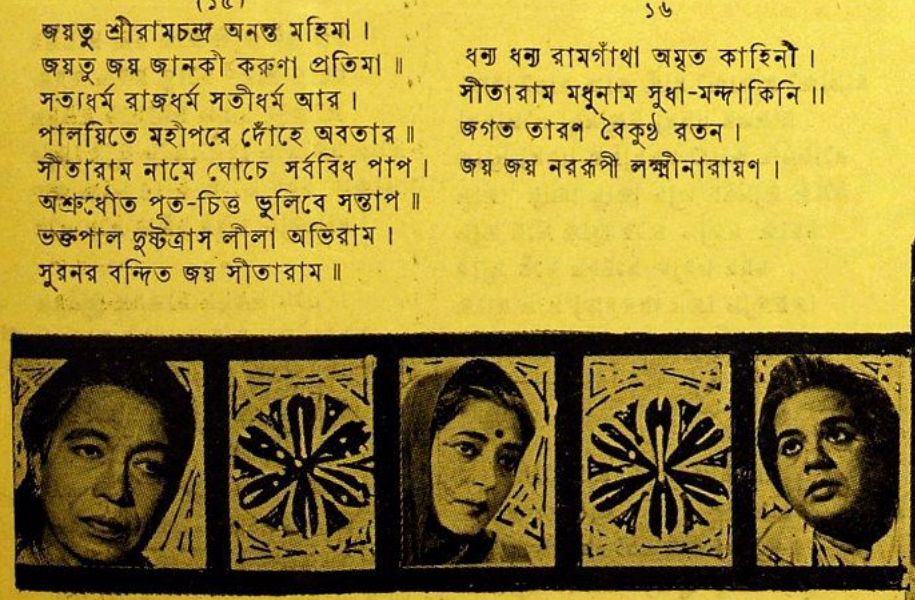

সহ-চরিত্র চিত্রণে : বেচু সিংহ, প্রীতি মজুমদার, মিহির সরকার, মণি শ্রীমাণী, বঙ্কিম চৌধুরী, পঞ্চানন ব্যানার্জি, অরুন মুখার্জি, বিধুভূষণ দে, দুর্গা ঘোষ, জয়গোবিন্দ চক্রবর্তী, নৃপেন চৌধুরী, তপন চ্যাটার্জি, অতুল চ্যাটার্জি, অসিত চৌধুরী, যতীন চক্রবর্তী, অভয়, হারাধন, গীতা মুখার্জি, বেলা, মিনতি, সঙ্গিতা, কল্যাণ, দীপক, কমল, দ্বিজেন, বাবুয়া, সুধা সরকার ও আরো অনেকে।

সহকারী বৃন্দ : পরিচালনায় : কনক চক্রবর্তী, দীপেন ভট্টাচার্য্য ॥ চিত্র গ্রহণে : বীরেন ভট্টাচার্য্য ॥ সঙ্গীত পরিচালনায় : অলোক দে ॥

রামায়ণ

রামায়ণ

শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ ও রথীন ঘোষ ॥ সঙ্গীত গ্রহণে : জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলানাথ সরকার ॥ মৃৎশিল্পে : ভোলানাথ কুণ্ডু। পট শিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। রূপসজ্জায় : সুরেশ রায়, দেবু হালদার। ব্যবস্থাপনায় : মদন দত্ত (সুনীল) ও রামচন্দ্র সরকার।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

সর্বশ্রী দেবপ্রসাদ গর্গ (মহিষাদল । মহারাজা জগদম্বিকা প্রতাপনারায়ণ সিং (অযোধ্যা । মহারাজা টিকমগড় (কনকভবন অযোধ্যা) শ্রীরাম অবতার (কনকভবন)। শ্রীঅধীর কুমার ঘোষ (অযোধ্যা) শ্রীচৌধুরী (এ, এস, এম, অযোধ্যা)। শ্রীকানাইলাল হালদার (কলিকাতা শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায় (মল্লিকপুর)। শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। শ্রীমতী পূর্ণিমা মুখার্জি। শ্রীমাণিক দাস। ভবানীপুর শিক্ষা নিকেতন। কৃত্তিবাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি (ফুলিয়া)।

* বিশ্ব পরিবেশনা : শ্রীরঞ্জিৎ পিক্‌চার্স *

শ্রীরঞ্জিৎ পিক্‌চার্স প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত ও ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।